ভারত সরকার আনীত জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীকে খোলা চিঠি।

মাননীয়

মুখ্য মন্ত্রী ,পশ্চিম বঙ্গ সরকার রাজ্য/শি-নী-/২(০৮)২০

নবান্ন । ৩২৫, শরৎ চাট্টোপাধ্যায় সরণি, কলকাতা/১৪/০৮/২০২০

, শিবপুর। হাওড়া -৭১১১০২।

বিশেষজ্ঞ কমিটির সম্মাননীয় সদস্যদের অনুলিপি প্রদানের অনুরোধ জানাই।

বিষয়ঃ নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি ও
তার প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব ও আবেদন।

সবিনয় নিবেদন,

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যে শিক্ষা নীতি কেবিনেটের মাধ্যমে গ্রহণ ও প্রকাশ করেছে, তাকে আমরা এক কথায় **অগণতান্ত্রিক** বলে মনে করি। কারণ শিক্ষা এখনও যুগ্ম-তালিকার অন্তর্ভূক্ত আছে। সেই অবস্থায় রাজ্য সরকার গুলির সংগে স্তরে স্তরে বিস্তৃত আলোচনা না করে এত বড় একটা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত অসাংধানিক ।দ্বিতীয়ত করোনার গ্রাসে যখন বিশ্ব-সংসার ত্রস্ত ,এমন এক বিশ্ব-বিপদের অন্ধকার সময়ে এই তৎপরতাকে আমরা অসাধু প্রক্রিয়ায় অসৎ কর্ম সম্পাদনের সঙ্গেই তুলনা করতে চাই। সব মিলিয়ে আপনার কাছে আমাদের এই জন-অভিমত ব্যক্ত করে মূল বিষয়ে পেশ করছি।

Society Language and Culture

ক। এই শিক্ষা নীতির আগ্রাসন আসার আগে রাজ্যের নিজস্ব কয়েকটি অপূর্ণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার অনুরোধ জানাইঃ

১।। **স্কুল পাঠ্যে বাংলাঃ** আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে ২০১৭ সালের ১২ই মে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনি ঘোষণা করেছিলেন যে **রাজ্যের হিন্দি-ইংরেজি মাধ্যম সহ সব বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একটি বিষয় আবশ্যিক ভাবে বাংলা পড়তেই হবে।**আমরা বলছি যে- **পার্বত্য জেলাপরিষদ অঞ্চল বাদে** এই আইনের নির্দেশনামা অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক। এটাই বাংলাভাষী রাজ্যবাসীর প্রধান দাবি। তা করা হয়নি বলে এইরাজ্যের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সহ অধিকাংশ ইংরেজি (হিন্দি)স্কুলে পড়া বাংলা না-জানা বাঙালি-প্রজন্মে রাজ্য বিশেষকরে শহর ও শহর তলি ভরে উঠছে।

২।।**ক্লাসিক্যাল লেঙ্গুয়েজঃ** মাননীয় সাংসদ অধীর চৌধুরি সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রীকে চিঠি লিখে দাবি করেছেন বাংলা ভাষাকে অন্য ৬টি ভাষার মত **"ধ্রুপদি"ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হোক**" । তিনি যে দাবি করেছেন তা যথার্থ ।তবে ভারত সরকার যে নিয়মে তামিল(২০০৪), সংস্কৃত (২০০৫), তেলুগু(২০০৮) ,কন্নড় (২০০৮), মালয়ালম(২০১৩) ও ওড়িয়া (২০১৪), ইত্যাদি ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করেছে তার শেষ নীতি মালা ঘোষিত হয় ২০০৬ সালে, যখন কংগ্রেসের শ্রীমতী অম্বিকা সোনী ছিলেন ,সং স্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী। তাঁর বিবৃতিতে এ কথা স্বীকার করা হয় যে ,**"These are not classical languages in the usual sense." I অর্থাৎ সকলেই বোঝেন এই সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করেছে সেই সব রাজ্যে ভাষা আন্দোলনকে শান্ত করার প্রেক্ষিত** । সঙ্গে সঙ্গে সে ভাষার পেছনে তাদের দিল্লিতে লবি কত সক্রিয় তার উপরও এর স্বীকৃতির বিষয়টি নির্ভরকরে।

সে দিক থেকে বাংলার কোন শক্তিশালী লবি দিল্লিতে কোন দিন ছিলো না। আদর্শবাদী রাজনৈতিক রাজ্য তার মাতৃভাষার জন্যও পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের কথা ভাবে নি। কারণ তাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এশিয়ার প্রথম নোবেল এনেছিলেন। সত্যজিৎ অস্কার এনেছেন । বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করেছেন । নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের রনধ্বনিতে স্বাধীনতা তরান্বিত হয়েছে। এই সব সুন্তানদের জননী বাংলা ভাষা, স্বাধীন দেশে তার মর্যাদা পাবে না তা আন্দামানের ৭০% বাঙালি বিপ্লবীসহ অযুত শহিদদের কেউই সে দিন ভাবেন নি।।

Society Language and Culture

তাই ,আমাদের দাবি বাংলার সব দলের সব সাংসদরা অধীর বাবুর এই প্রস্তাবের পাশে দাঁড়ান, আপনাদে্র যৌথ উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে, অন্তত বাংলাভাষা মায়ের উপর একটা অবহেলার অবসান হোক।

যদি রাজনৈতিক এই ঐক্য প্রচেষ্টা সফল না হয় তাহলে **এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের থাকে আর একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা**। যেমন ওড়িশা সরকার তাদের ভাষার পক্ষে একটি যুক্তি নিষ্ঠ প্রস্তাব প্রেরণ করে ছিলেন। যার ভিত্তিতে তারা এই স্বীকৃতি পায়।তেমনি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি আপনারা এক্ষুনি করে অতিদ্রুত এই প্রস্তাব বাংলা আকাদেমি ও শিক্ষা দপ্তরের পক্ষথেকে পাঠান-, এই বাস্তব আবেদন জানাই ।যার জন্য আমদের মতো ক্ষুদ্র সংগঠন ২০১৪থেকে আন্দোলন করছে।

৩। রাজ্যের প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে তামিলনাড়ু গোটা দক্ষিণ ভারতের মতো ইংরেজিকে অতিরিক্ত প্রধান ভাষা রেখে । রাজ্যের সব কাজ সম্পন্ন হোক বাংলায় । তবে এ ক্ষেত্রে অন্য ভাষা গুলির এলাকা বা অঞ্চল ভেদে সেখান কার ভাষাকে কিছু অতি রিক্ত গুরুত্ব নিশ্চয়ই দেওয়া যেতে পারে কিন্তু প্রশাসনিক মুখ্য ভাষা বাংলাই রাখতে হবে । না হলে রাজ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি নানা বিভাগের তথা রিজার্ভ ব্যাংক, অন্য ব্যাংক, ডাক,রেলসহ সব চাকুরির সমস্তক্ষেত্রে গোবলয়ের আগ্রাসনে রাজ্য ভেসে যাবে । তা অবিলম্বে রোধ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া রাজ্য সিভিল সার্ভিস / পি এস সি-র প্রশ্নপত্রসহ পরীক্ষার মাধ্যম সঠিক ভাবে এরাজ্যের প্রধান ভাষা বাংলায় করতেই হবে। ভারতের কোন রাজ্যে এর বাইরে অন্য নিয়ম নেই । তাই আমরাও তা চাই ।

৪।ভাষা উন্নয় মন্ত্রী চাইঃ ওড়িশার মতো সারা দেশে ও রাজ্যে রাজ্য ভাষার উন্নয়ন, অন্য রাজ্যে তার সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে একটি ভাষা উন্নয়ন দপ্তর চাই,আমরা। যা অবিলম্বে ঘোষণা করা হোক । যার মাধমে সারা বিশ্বের বাঙলি একত্রিত হবে।

খ।। এবার শিক্ষানীতি নিয়ে আমাদের কথাঃ

আপনার নেতৃত্বে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি হয়েছে তারা নিশ্চয়ই এই নীতিমালার সব দিক বিবেচনা করে দেখবেন, ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করবেন । কোন রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে আমরা কোন পূর্ব ধারণাজাত সিদ্ধান্তের দ্বারা চালিত হয়ে কিছু বলছি না । আমাদের চোখের সামনে যা ঘটছে তাথেকে ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি সর্বস্ব রাজনীতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এই মত ও মন্তব্য আমাদের নিজের রাজ্য সরকারের কাছে উপস্থিত করছি খোলা মনে ও অনেক আশা নিয়ে ।

Society Language and Culture

১। রাজ্য তালিকাঃ

ক।। স্বাধীনতার সময় থেকে শিক্ষা বিষয়টি ছিল রাজ্য তালিকায় কিন্তু জরুরী অবস্থার পর পরই ১৯৭৬সালে রাজ্যের হাত থেকে শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় সরকার যুগ্ম তালিকায় স্থাপন করে। অনেকের মতে এরদ্বারা রাজ্যের অনেক অধিকার হরণ করা হয় বলে নানা স্তর থেকে প্রতিবাদ ওঠে। এর পরের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় ঘটে। অন্য বড় বড় কারণের সঙ্গে এই কারণটিও নির্বাচনে তার পরাজয়ে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল,বলে অনেকের অনুমান।

খ।। **১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধি নয়া শিক্ষা** নীতি ঘোষণা করেন। তারও নানা সমালোচনা হয়। প্রতিবাদও গড়ে ওঠে। ফলে ১৯৯০এ গঠিত হল শিক্ষাবিদ রামমূর্তির নেতৃত্বে রিভিউ কমটি। কমিটি রিপোর্ট দিলেন ১৯৯২ সালে।নাম "Towards an Enlightened and Human Society"। তখন প্রধান মন্ত্রী পি ভি নরসিং রাও। এই রিপোর্টের মাধ্যমে বেশকিছু অধিকার রাজ্যকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।ফলে যাকে অনেকেই সেদিন খোলা মনে গ্রহণ করেছিলেন।

গ।। ভাষা আগ্রাসন প্রশ্নে ঃ যদিও হিন্দির আগ্রাসন যা শুরু হয়েছিলো স্বাধীনতা সমকাল থেকেই তা থামলো না। আর এবার(২০২০ সালে) সেই **বণিক হিন্দি ভাষী মালিকদের জন্য সস্তা-শ্রমিক আর দিনমজুর সাপ্লাইয়ের লাইন হিসেবে সুপরিকল্পিত ভাবে ও দীর্ঘ চক্রান্তে আনীত হয়েছে এই নয়া শিক্ষা** নীতি। যেখানে উপেক্ষা করা হয়েছে রাজ্য সমূহের বোর্ড গুলিকে পর্যন্ত। যে বোর্ডের অবদান হিসেবে অনেক রাজ্যের মতো এ রাজ্যের ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর বড় বড় দায়িত্ব পালনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।জাতীয় জীবনের সে ইতিহাস ভুলিয়ে দিয়ে বোর্ড তুলে দিয়ে জাতীয় স্তরে একটি **মূল্যায়ণ আয়োগ** তৈরি হচ্ছে। আর স্বাভাবিক ভাবেই তার ভাষা মাধ্যম হবে হিন্দি ও ইংরেজি। এমন কি এর সঙ্গে বেশি হয় তো চরম নির্লজ্জের মতো সেখানে থাবা বসাতে পারে জয়েন্টের মতো গুজরাটি। -এ অন্যায় ক্ষুদিরাম–সুভাষ চন্দ্রের জাতি মেনে নেবে?-- ভাবতেও কষ্ট হয়।

২।।শিক্ষা নীতি চাপানোর বিরুদ্ধে চাই যুক্তি গ্রাহ্য প্রতিবাদঃ এই-শিক্ষানীতির প্রতিটি ধারায় অহিন্দি ২১টি জাতীয় ভাষাসহ ভারতের দ্বিতীয় ভাষা ও বিশ্বের ৪র্থ ভাষা,নোবেল পুরস্কারের ভাষা, অস্কারের ভাষা, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বাংলাকে এরা এ দেশ থেকে নিঃশেষ করতে চাইছে। এরা অস্বীকার করতে চায় চর্যাপদের থেকে রবীন্দ্র-নজরুল, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র , জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র,শরৎচন্দ্রের ভাষাকে। এরা ভোলাতে চায় তেভাগার প্রথম ডাকদেওয়া গুরুচাঁদ ঠাকুর থেকে তিতুমীর, ক্ষুদিরামসহ বাংলার বিপ্লবী বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মাতৃভাষাকে । মহান কৃষক আন্দোলন, সাঁওতাল-

Society Language and Culture

বিপ্লব,ছাত্র-যুব –মজুরের বিপ্লবী বাংলাকে ২য় শ্রেণির নাগরিক করার অপকৌশলে একদিকে NRC< Detention Camp < সংখ্যালঘু ও বাঙালি বিতাড়ন আর অন্য দিকে **তারা সমগ্র দলিত-দরিদ্র ভারত বাসীকে,তথা সত্যিকার অন্নদাতাকে রাখতে চায় অনাহারে** । ভাবুন তো সেলুলার জেলের ৭০% বিপ্লবী বাঙালির উত্তর পুরুষকে এরা সস্তা মজুর করতে চায় এ দেশে। প্রতিবাদী বাংলা ও বাঙালিকে মাতৃভাষাহীন এক অনীকেত বা অস্তিত্বহীন জাতি করে এরা শেষকরে দিতে চায়, সারা ভারতে । এখনও বাংলার যা শক্তি আছে তা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক চাই সরকারের দিক থেকেই ।

৩।এইশিক্ষা নীতি অনুসারে **সিলেবাসাদি নিয়ন্ত্রণ করবে NCERT & SCEART** কর্তৃপক্ষ ।যারা কাজ করবে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে National Assessment Centre for Schools(NACS) ইত্যাদির অধীনে। অর্থাৎ এই নীতিকথার বাম্ভিলে সমস্ত ভালো শব্দমালা থাকলেও ডুবে আছে ময়লায়।

যেখানে রাজ্যের **নিজস্ব বিষয়-বৈশিষ্ট্য তো হারাবেই** সঙ্গে সঙ্গে হারাবে রাজ্যে তার **মাতৃভাষা** । যেভাষা আসলে সংবিধান স্বীকৃত ২২টি জাতীয় ভাষার একটি ভাষা। কারণ NCERT নিয়ন্ত্রিত সিলেবাসে হিন্দি ও ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষার সেই ভাবে বাস্তবত কোন অধিকারই নেই । তার প্রমাণ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা দানের বর্তমান অবস্থা ।

ক।। তাই **ঝাড়খন্ড রাজ্য** গঠনের সময় যে সত্যিকারের হিসেবে ৪২% বঙ্গ ভাষী ছিলেন এবং তাদের জন্য বিহারে থাকা কালে বাংলা মাধ্যম ও বাংলা বিষয় হিসেবে নেওয়া যেতো তা ঝাড় খন্ডে উঠে গেল NCERT-র বই পাওয়া যাবে না বলে । সেখানে এখন হিন্দি র বুলডোজার চলছে।

খ।। একই ভাবে **আন্দামানে** এইNCERT-র এই চক্রান্তের পরও তারা বাংলা মাধ্যম না ছাড়লে, গত ৭০ বছরে NCERT বাংলা বই ছাপলোই না। এই অবিচার নিয়ে নানা নামের নানা রঙের কেন্দ্রীয় সরকার কেউই নজর দেয় নি। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও কেউ টু শব্দটি করেনি।

গ।সেই **ভাবে এই শিক্ষা নীতিতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষার** মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলছে আর ত্রিভাষা ফর্মূলার কথাও বলছে । এখানে দুটি তিনটি প্যাচ আছেঃ **এক নং প্যাচ)** ধরাযাক এই রাজ্যের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে বা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে কোনো বাঙালি ছেলে/মেয়ে পড়তে গেল। এবং মাতৃভাষায় ফাইভ পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমে ও বাংলা ১ম ভাষা নিলো। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সেতো বাংলা মাধ্যম পাবে না । সে কোথায় যাবে? আর রাজ্যের অধীন স্কুলে তা ৮মশ্রেণি পর্যন্ত

Society Language and Culture

টেনে টুনে নিলেও মাধ্যমিকে সেই ভাষা যে ভেসে যাবে তার বাধা দিতে নোঙর দেবে কে?

দুই নং প্যাচ) এছাড়া সে যদি হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমেই পড়ে, তাহলে হিন্দি যারা ১ম ভাষা নিচ্ছে ও ৬ষ্ঠ শ্রেণির পরও পড়তে গিয়ে সে আগাগোড়া হিন্দি ১ম ভাষা পড়া ছাত্রের সঙ্গে পারবে কি? অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে বাঙালিরা সন্তানকে স্মার্ট ছাত্র করার লোভে নিজেই ঘোষণা দেবে সে ব্যানার্জি হলেও তার স্ত্রী হিন্দি ভাষী অর্থাৎ ঐ পরিবার ১৪পুরুষ বাঙালি হয়েও মধ্যবিত্ত বোধে কাগজে হিন্দি ভাষী হয়ে যাবে। যাতে রাজ্যের লোক গননায় আগামী বার থেকে কয়েক কোটি হিন্দি ভাষী বেড়ে যাবে। আসামের নই-অহমিয়ার মতো নইই-হিন্দি ভাষী রূপে ভাষান্তরিত হবে।আশাকরি --বিশেষজ্ঞরা ভাববেন **এই সমস্যার সমাধান কোথায়? আত্ম-সমর্পনে, না নতুন কোরে জাগরণে?**

তিন নং প্যাচ) এই শিক্ষা নীতিতে যারা এরাজ্যে বাংলা মাধ্যমে পড়ে বা পড়বে তাদের তিনভাষা এখন প্রাক প্রাথমিক থেকেই পড়তে হবে। অর্থাৎ বাংলা, হিন্দি ইংরাজি। পরে আসবে নতুন রাজ-ভাষা গুজরাটি ও রাম রাজত্বের ভাষা সংস্কৃত।কিন্তু ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সবাই কি এই সব রাজ(?) ভাষায় পড়বে ? তাহলে অভাগা বাংলা ভাষার হইবে কি? ভারতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া এ নিয়ে আর কে কথা বলবে জানি না!

অনেকে যখন সংস্কৃত ভাষাপড়ার মধ্যে ঐতিহ্যের গন্ধে ডগমগ হয়ে ওঠেন তখন কি, তাদের মনে এই প্রশ্ন জাগেনা যে মৃত ঠাকুর মার বার্ষিক সৎকারের আয়োজন প্রতি বছর বিশাল করে করায় কোন দোষ নেই কিন্তু জীবিত জননীকে অনাহারে, অর্ধাহারে ,অযত্নে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে যে কাপালিকের দল ষড়যন্ত্র করছে আমরা কি তাদের চিনব না ? তাদের কবর রচনার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করবোনা ?! আমাদের ভাষা জননীর জন্য কিছুই করবো না ? ধিক এই মুখে বঙ্কিম মাইকেল রবীন্দ্র নজরুল আওড়ানো বাংলাভাষীকে ! তাহলে আমরা আমাদের স্বাধীনতার বিপ্লবী শহিদদের নাম কোন মুখে উচ্চারণ করবো !? তাই ভারতে এ দশকে মাতৃভাষার স্বাধিকারের সংগ্রাম নতুন এক স্বাধীনতা সংগ্রাম।পদে পদে পথে পথে চাই **ভাষা গণতন্ত্রের** সুবিশাল যুদ্ধ। তার কথা এই শিক্ষানীতির আলোচনা মঞ্চে উচ্চারিত হোক আমাদের দেশ প্রেমিক রবীন্দ্র বাদী সুশিক্ষিত অগ্রজদের মুখে, লেখায়, শানিত বাকযুদ্ধে। বিধান সভা ও সাংসদের উভয় কক্ষে গণতন্ত্রের সেনানীদের কণ্ঠে।

৪।।একটা ভালো প্রতিশ্রুতি আছে ৬থেকে ১৮ পর্যন্ত শিক্ষা ফ্রী হবে। ভালো। কিন্তু টাকা কে দেবে ? তার পরিনতি কি প্রধান মন্ত্রীর পুরনো প্রতিশ্রুতিমালার আর একটি ফুল হবে? এক দিকে বাংলা ভাষার মতো ভাষাকে

বলি-কাঠে তুলে দিয়ে মিষ্টি কথার বাণ ডেকে চক্রান্তের শক্তি শেলে মাতৃভাষা গুলিকে নানা স্তরে ভেঙ্গেচুরে দুর্বল করে পরে মেরে দেবার ছক পুরণ আর প্রলেপের মতো নানা মলম লাগানো। সাধুব সাবধান। আসলে শিক্ষাকে বানিজ্যিকরণে এই মন্দির সেবকরা মুক্তি খুঁজছেন আর উচ্চশিক্ষাকামী দের আর্বাণ নকশাল বলে বিনাবিচারে বন্দি করা হচ্ছে ।আরো আরো অমানবিক আইন পাশ হবে প্রতিদিনে নানা কৌশলে ।

৫। এই নীতি মালায় **আছে ৬ -১২স্তরে ধ্রুপদি ভাষা** কম পক্ষে ২বছর পড়তে হবে? এই লিষ্টে বাংলা নেই । তাই কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী তড়ি ঘড়ি বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা করার প্রস্তাব নরেন্দ্র মোদিজিকে পাঠালেন ।আমরা তাকে সমর্থন করলাম , স্বাগতও জানালাম। কিন্তু মনে রাখা দরকার সংবিধানে ভারতের দ্বিতীয় প্রধান জনসংখ্যার ভাষার যে অধিকার পাওয়ার কথা তার জন্য এ রাজ্যের সরকার ও মানুষকে একত্রে আন্দোলন করতে হবে। আইনী অবিচার হলে তার জন্য আইনী লড়াইও লড়তে হবে।

আর দুটি-চারটি কথাঃ

১।। এই শিক্ষানীতির লম্বা চওড়া কথার তোড়ে মানুষের বিভ্রান্তি আসতে বাধ্য । একে তাই **শিক্ষানীতি** নাবলে করসেবকদের **নীতি মালা** বলাই ভাল। যে নীতি-কথার সূচণা পর্বেই বলা হয়েছে যেনো দেশের সব ছেলে মেয়ে এখন ৪/৫টা টিউশান নিয়ে পড়াশুনা করে। কোটি কোটি অনাহারের শিশু অন্নের জন্য স্কুলে আসে আর তদের জন্য এই শিক্ষানীতিতে আক্রমণ করা হয়েছে কোচিং ব্যবস্থাকে। ট্রাম্পের বন্ধু ভুলে যান তিনি নিজেকে চা-বালক বলেছিলেন। যদি সেই কাল্পনিক গল্পের সামান্য সত্যও কেউ খুঁজতে চান, দেখবেন টিউশানিতো ভালোকথা স্কুলে আসার মতো সামান্য জামা কাপড়ই নেই তাদের, আর টিউশানি।আসলে শহুরে ছবিতে গ্রামের কৃত্রিম গন্ধ মেখে অর্ধসাধুদের এ সাধ্য-সাধনা।

আর শিক্ষার এই আলোচনায় যে প্রতিশ্রুতির ফানুস ওড়ানো হয়েছে তাতে মনে হয় যেন কোটি কোটি **শিল্পপতির জন্ম দেবে এই শিক্ষা নীতি** যারা আরো লক্ষকোটি চাকরি দেবে। কিন্তু ভারতের ৯০%মানুষ জানেন এই প্রতিশ্রুতি দাতা সেই তিনি যিনি ৬মাসের মধ্যে প্রত্যেক ভারতীয়ের পকেটে বা জিরো ব্যালান্স একাউন্টে ১৫লক্ষ টাকা করে ঢুকে যাবে, বলেছিলেন । যিনি সেই কোটি কোটি বেকার কে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেলেন,। কিন্তু এ যাবত চাকরী দেবার বদলে কয়েক কোটি তাজা চাকুরিরত দের ছাটাই করা হল। ব্যাঙ্ক, রেল, থেকে সব লাভজনক সংস্থা বেচে দেওয়া হচ্ছে । আর আগামী অধিবেশনে **কোন চাকরিই স্থায়ী নয় এই বিল আনতে চলেছেন**। কারণ তাহলে ট্রেড ইউনিয়নের

Comment [NB1]:
Comment [NB2]:
Comment [NB3]:
Comment [NB4]:
Comment [NB5]:
Comment [NB6]:
Comment [NB7]:
Comment [NB8]:
Comment [NB9]:
Comment [NB10]:
Comment [NB11]:

Society Language and Culture

নেতা কর্মীদের নির্বিচারে ছাঁটাই করা যাবে। আর অন্য দিকে এই সব নীতি মালার ফানুস অনায়াসেই ওড়ানো যাবে দিনে রাতে।

জিনিশের অগ্নি মূল্য। কয়েক লক্ষ পরিযায়ী মজুরকে খুন করা হল। অনাহারের দীর্ঘ লাইন কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত উচু হয়ে উঠেছে। আর কোটি কোটি টাকা ব্যাংকলোন ধনীদের ছেড়ে দিয়ে ভারত নামক গরিব মারা কারখানার খুলছেন মোদীজি। একদিকে অনাহারে মৃত্যুর ভয়ানক অত্যাচারে জ্বলছে দেশ। যখন করোনায় আক্রান্ত বিশ্ব সেই সময় তিনি একটার পর একটা বড় বড় পরিবর্তনের পদক্ষেপ দিচ্ছেন। যা গণতন্ত্রে অনৈতিক। এতো বছর গেল, কেনো ২০২০-র এই ৫ই আগষ্টেই মন্দির খুলতে হবে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে? রাজ্যগুলোতে টাকার অভাবে হাসপাতাল নেই, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় উপযুক্ত পরিকাঠামো দেওয়া যাচ্ছেনা সেখানে এই প্রাণ সংশয়ের পরিবেশে এই শিক্ষা নীতি পাল্টানোর মতো সব প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত এক ধরণের চক্রান্ত। যার নিন্দা সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে আপনাদের মাধ্যমে আমরাও ব্যক্ত করি।

২।। ক।।ভারতের বহুত্ব বাদী ভাষা সংস্কৃতির মহান দেশকে এইশিক্ষা নীতির চক্রে জড়িয়ে এক অপচেষ্টার মাধ্যমে ভয়ানক ভাবে কেন্দ্রিভূত করে তোলা হচ্ছে। তাই **ভর্তি** প্রক্রিয়া **কেন্দ্রীভূত হচ্ছে**। অন্য রাজনৈতিক নষ্ট-ভ্রষ্ট চক্রান্তের কথা বাদই দিচ্ছি। এই ভর্তি পরীক্ষা হবে হিন্দি আর ইংরেজিতে অথবা গুজরাতিতে তাহলে ভারতের আর ২০টি জাতীয় ভাষায় কেনো হবেনা?

আপনাদের মনে আছে একটি বিজেপি রাজ্য মেডিকেলে বিশাল "ব্যাপম" কেলেঙ্কারীর পর আসে অভিন্ন জয়েন্টের নামে নিট(NEET)। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বাংলার মেডিকেলে ভর্তির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আর চাকরীর পরীক্ষায় নম্বর দেবার ক্ষেত্রে বহু অভিযোগ আমরা শুনি যে অন্য ভাষার থেকে হিন্দিওয়ালাদের অনেক নম্বর দেওয়া হয়। তাই ব্যাংক সেকটারসহ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বাঙালি কর্মী ও শিক্ষকের সংখ্যা ভয়ানক ভাবে কমে গেছে। আর এই বাংলায়ই আই এ এস-এর চাকুরীতে ৮০% বিহার ইউ-পি সহ গোবলয়ের লোক। আর এই শিক্ষানীতি অবিকৃত ভাবে প্রয়োগ হলে তাও আর আলাদাও করা যাবেনা।

খ।। এখন থেকে উচ্চ শিক্ষার সমস্ত **পরীক্ষা চালিত হবে NEFT-এর মাধ্যমে**। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন মানে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান পন্থীদের রাম রাজত্ব। সেখানে শম্বুকদের উচ্চশিক্ষার প্রচেষ্টা হলে তার মুণ্ডচ্ছেদ হবে শাস্ত্রের বিধানে তথা এই শিক্ষানীতির পবিত্র প্রয়োগে। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হয়ে যাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অধীন এক একটা কলেজ বা স্কুল। তাই নানা স্বাধীন ভাবনার গবেষণা (Ph.D)আর হবেনা।

গ।। উচ্চ-শিক্ষার ও গবেষণার জন্য হবে **উচ্চ শিক্ষা কমিশন**। তার মাথার পরে থাকবেন **প্রধান মন্ত্রী নিজে**। যার অধীনে থাকবে **১। হায়ার এডুকেশন রেগুলেটরি কাউন্সিল ২। হায়ার এডুকেশন এক্রেডিটেনশন কাউন্সিল ৩। হায়ার এডুকেশন গ্রান্ট কাউন্সিল ৪। জেনারেল এডুকেশন কাউন্সিল**

Society Language and Culture

। থাকবেনা **ইউ জি সি** ও **এ আই সি টি**-র মতো ঐতিহ্যশালী উচ্চ শিক্ষা গবেষণা সংস্থাগুলি। অর্থাৎ সব ই চালিত হবে পশ্চিম ঘাট থেকে **।**

তাই তাদের অপছন্দের কোন বিষয়ে নিয়ে আর গবেষণা করা যাবে না। রামসেতূর পরিমাপ নির্ধারণ করবেন বাস্তু বিজ্ঞানীরা, হাতির মাথার অস্ত্রোপাচার নিয়ে গবেষণা করবে ডাক্তার সার্জেন্টরা,আর গোদুগ্ধ আর চোনার সোনার সন্ধান করবে রসায়নের আগামী ভারত বর্ষ ।

গ।। অজস্র বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে মেলানো হবে সেই পুরনো তত্ত্ব, **ভারতে বর্ণাশ্রম ঈশ্বরের এক মহান আশীর্বাদ** । ফলে আঞ্চলিক স্তরে নানা জাতিগত জীবিকাকে তাদের পারদর্শিতার পরিচায়ক হিসেবে ধরে তথা কথিত ভোকেশন্যালের নামে সেখানে তাদের ঢোকানো হবে। এই বন্ডেড লেবার তৈরির শিক্ষা নীতির নানা প্রদর্শনী সেবার মোদিজিকে দেখিয়েছেন তার বন্ধু ট্রাম্পসাহেব তার দেশে । তারই প্রয়োগের ধাত্রি ক্ষেত্র হবে এই আধুনিক যুগের নীতিমালা বা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। যার ভারতীয় পরীক্ষাগার আসামে বিজেপি সরকার এসেই শুরু করেছে NRC-নামে । আগামী টার্গেট পশ্চিমবঙ্গসহ সারা ভারতে বাঙালি অঞ্চল। হিটলারের টার্গেট লিস্টে ছিলো ইহুদী আর কমিউনিষ্টরা । আর তাদের শিষ্যদের পূর্ব ভারতে প্রথমে লক্ষ বাঙালি (হিন্দু ও মুসলমান) আর সারা ভারতে সংখ্যালঘু এবং দলিত ।তাই এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে কোন মেধাবী রেজাল্টের তেমন কোন দাম থাকবে না । আর স্কুলে শিক্ষকদের সাথে থাকবে ট্রেন্ড সমাজ সেবী। আর এস-এস-এর মতো শ্রেষ্ঠ(?) সমাজ সেবী সংঘের লোক হলে তো কথাই নেই। অর্থাৎ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই গোলমেলে , হাল্কা, বানিজ্যিক,আর দাস তৈরির কারখানা করা হবে অনায়াসে ।স্কুল হবে মগজ ধোলাই কারখানা।

ঘ।। পি পি মডেলে শিক্ষা **মানে শিক্ষার বানিজ্যিকরণ** এটাই শিক্ষা নীতির মূল লক্ষ্য। ফলে তথাকথিত জীবিকামুখী শিক্ষার নামে দেশি-বিদেশি পুঁজির দাসানুদাস করা হবে আগামী ভারত বর্ষের ৯০% মানুষকে। এ সেই শিক্ষা নীতি । সবাই মিলে এক প্রতিরোধকরতে চাই আমরা ।

৫।। কথাশেষঃ মাননীয়া মহাশয়া, বর্তমান ভারতে এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উপর এক মুখ্যদায়িত্ব ঐতিহাসিক ভাবে এসে পড়েছে। কারণ ভাষা ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারত চিরদিন প্রতিবাদ করে আসছে । সে ১৯৩৮ থেকে ১৯৬৫ এবং ধারা বাহিক ভাবে । আর তথ্য নন্দিত প্রতিবাদ করেছে বামপন্থীরা । কিন্তু নানা কারণে বামশক্তি আজ দুর্বল। তাও তাদের ছাত্র যুবরা সাধ্যমত প্রতিবাদ করছে দিল্লী থেকে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর গ্রাম শহরে । তবে ইতিহাস সাক্ষী **তামিল**

Society Language and Culture

ভাষীরাই সবচেয়ে বেশী আন্দোলন করেছে মাতৃ ভাষার প্রশ্নে। তার প্রভাবে দক্ষিণের রাজ্যগুলিও আন্দোলন মুখী। কিন্তু ধ্রুপদি ভাষার কৌশলে ৬টি ভাষাকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা মানে ব্রিটিশের সেই ভাগকরো আর নিষ্পেষণ করো লাইনে গিয়ে গেরুয়া সন্ত্রাসীরা কোথাও কিনেনিয়ে কোথাও ডান্ডা মেরে কোথাও টেনে নামিয়ে তাদের কার্য সিদ্ধি করছে। তাই উত্তর পূর্ব ভারতের কোন প্রতিবাদের আর জায়গানেই। গোবলয়ের তো প্রতিনিধিই এই অযোধ্যা-বাদী শাসক দল। ফলে গণতান্ত্রিক থেকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথাবলার ঐতি হাসিক দায়িত্ব এখন পড়েছে রবীন্দ্র-নজরুলের রাজ্যের ওপরে। কতটা তারা করতে পারবেন তা জানিনা। তবে আমরা আশা করি আপনাদের এই মহামূল্য সুযোগ ও সময় নষ্ট করার আর সময় নেই। তাই নানা ঝুঁকি নিয়েও এ দীর্ঘ পত্র লিখলাম।

গোবলয়ের রাজ্যগুলির বিরোধীদেরও কেউ কেউ প্রাণপণ এই ভাষা আগ্রাসন আর দিল্লীর হাতে সব শক্তি রাখার পক্ষে থাকতে পারেন। তাই এক মাত্র পশ্চিম বঙ্গের দিকে ভারতে মাতৃভাষা প্রেমীরা তাদের মাতৃভাষার সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার অপেক্ষায় আছে। আমাদের আহবান সেই সুবর্ণ সুযোগ আপনারা গ্রহণ করুন। আর **ভারতে ভাষা গণতন্ত্রের স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে বাংলা ভাষা ও মাতৃভাষার কথা বাংলার স্বার্থে সোচ্চারে বলুন।।**

বিনীত নীতীশ বিশ্বাস, সম্পাদক, সর্ব ভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চ ও
ঐকতান গবেষণা পত্র, ডি-এল-২২৪/ডি, সল্ট লেক, কলকাতা -৯১

Society Language and Culture